ওর সেলার সর্ব্বদাই নাকি উন্মুক্ত! এমন কি, শুনেছি নাকি ওর মুন্সিকে পর্য্যন্ত ডেকে ও মদ খাওয়ায়।

ভূদেব। তাই নাকি? খুব মদ খাচ্ছে ও?

ভোলানাথ। সেদিন ললিত ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। গিয়ে দেখে বাথ্‌রুমে বসে' জিবে লঙ্কা ঘস্‌ছে। ললিত জিজ্ঞেস করলে, এ কি করছ হে? মধু বললে—মদ খেয়ে খেয়ে জিব অসাড় হয়ে গেছে—স্পষ্ট উচ্চারণ হচ্ছে না! আন্দাজ কর তা হলে! ওর গলার স্বরও কেমন যেন বদলে গেছে—কেমন যেন একটা চেরা আওয়াজ—সে রকম মিষ্টি স্বর আর নেই ওর!

ভূদেব। বিলেত যাওয়ার এই পরিণাম তাহলে?

ভোলানাথ। বিলেত গিয়ে লাভ কিছু কম হয়নি। ব্যারিষ্টার ত হয়েছে! তাছাড়া ফরাসী, ইটালী, জার্ম্মাণ এ তিনটে ভাষা রীতিমত শিখে এসেছে। কবিতা লিখতে পারে প্রত্যেকটাতে। সংস্কৃত, ল্যাটিন, গ্রীক হিব্রু—এগুলো ত আগেই জানত। এতগুলো ভাষা এদেশে কেউ জানে না। সেদিন এক মজার ব্যাপার হয়েছে।

ভূদেব। কি?

ভোলানাথ। ডাক্তার দুর্গাচরণ বাঁড়ুয্যের ছেলে সুরেন্দ্র—সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেওয়ার জন্যে বিলেত যাচ্ছে। সেদিন তাকে নিয়ে ডাক্তারবাবু, মনমোহন ঘোষ আর বিদ্যাসাগর গেছে মধুর সঙ্গে দেখা করতে। In B. A. Surendra stood first in Latin—এই শুনে মধু তাকে পরীক্ষা করতে বসল। Horace খুলে দিয়ে বললে—এই passage-টা পড়ে বুঝিয়ে দাও দেখি! সুরেন্দ্র বুঝি ভাল করে পারে নি। তাই দেখে মধু মনমোহনকে বললে—যত কুলী চালান দিচ্ছ তুমি বিলেতে হে! সুরেন্দ্রের মত ছেলেকে যে ও কথা বলতে পারে তার self-confidence কতখানি বোঝ!

ভূদেব। ও ত চিরকালই ওই রকম! নতুন বই-টই কিছু লিখেছে আর?

ভোলানাথ। বাঃ—'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'—দেখ নি? It is a masterpiece! মধুই বাঙলা ভাষায় প্রথম সনেটও লিখলে! এই যে এইখানেই আছে বইখানা—বিলেতে বসে লিখেছে।

শেল্‌ফ্‌ হইতে বইখানা পাড়িলেন।

এই দেখ। There are fine pieces of different varieties.

ভূদেব। (বইখানা উল্টাইয়া দেখিতে লাগিলেন) এ সব বিলেতে বসে লিখেছে ও? অন্নপূর্ণার ঝাঁপি, কীর্ত্তিবাস, বউ কথা কও, কেউটিয়া সাপ, শ্যামাপাখী, পুরূরবা—বিলেতে গিয়েও মনটা তাহলে ওর সম্পূর্ণ দিশিই ছিল দেখছি!

ভোলানাথ। ওই ত ওর বিশেষত্ব—বাইরে ও সাহেব—মনটা কিন্তু ওর বরাবরই পুরো বাঙালী। এখনও হোটেলে শুনেছি হরি-মোহনের বাড়ী থেকে ও বোতলে করে মুগের ডাল আনিয়ে খায়। গৌর যখন এখানে আসে তখন তার বাড়ীতে রুটি আর ঘণ্ট ত ওঁর বাঁধা বরাদ্দ শুনেছি।

ভূদেব। (চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী উল্‌টাইতেছিলেন—বলিলেন) বাঃ—এই কবিতাটি ত সুন্দর।

ভোলানাথ। কোন্‌টা? পড় ত—

ভূদেব। (পড়িতে লাগিলেন)

হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন
তা সবে (অবোধ আমি) অবহেলা করি
পর-ধন-লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ
পর-দেশে ভিক্ষা-বৃত্তি কুক্ষণে আচরি।

কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি
অনিদ্রায় অনাহারে সঁপি কায়মন
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি
খেলিনু শৈবালে ভুলি কমল কানন।
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে
'ওরে বাছা মাতৃকোষে রতনের রাজি
এ ভিখারি দশা তবে কেন তোর আজি
যা ফিরি অজ্ঞান তুই যারে ফিরি ঘরে,'
পালিলাম আজ্ঞা সুখে ; পাইলাম কালে
মাতৃভাষা রূপ খনি পূর্ণ মণিজালে !

ভোলানাথ। (সগর্ব্বে) He has a regular field-day in the arena of Bengali literature.—

ভূদেব। এ কবিতা যে লিখেছে সে কি করে সায়েবি হোটেলে বসে মদ আর খানা খায়—এ আমি ভাবতেই পারি না!

ভোলানাথ। ও একটা অদ্ভুত লোক। অদ্ভুত! এদিকে ঋণে জর্জ্জরিত অথচ হাতে যখন টাকা থাকে তখন মুঠো মুঠো খরচ করে। খানসামাকে বকশিস দেবে দশ টাকা—গাড়ী ভাড়া দেবে এক মোহর—এর কোন মানে হয়! Really he makes no distinction between his own money and others' money! টাকা is টাকা—সে যারই হোক—খরচ কর এই হচ্ছে ওর idea!

ভূদেব। ওর প্র্যাক্‌টিস্ হচ্ছে কেমন?

ভোলানাথ। চলছে মন্দ নয়—কিন্তু ব্যারিষ্টারি ওর বেশী দিন চলবে না।

ভূদেব। কেন?

ভোলানাথ। ও রকম করলে কি কখনও প্র্যাক্‌টিস্ হয়? ও

জজেদের সঙ্গে ক্রমাগত তর্ক করবে—কবিতা আওড়াবে! জ্যাকসন সায়েবকে সবাই ভয় করে। জ্যাকসন সায়েব একচোখে monocle লাগিয়ে যখন কারো দিকে তাকায় বুকের রক্ত জল হয়ে যায় তার। কিন্তু মধু does not care him.

ভূদেব। কি করে মধু?

ভোলানাথ। জ্যাকসন সায়েব এক চোখে গোল চশমা পরে যেই মধুর দিকে চাইবে অমনি মধুও তার spring-এর চশমা নাকের ওপর লাগিয়ে সমানে চেয়ে থাকবে তার দিকে। তর্ক ত প্রায়ই করে শুনেছি। তাছাড়া ভয়ানক চীৎকার করে কোর্টে—গলার স্বরও ওর কর্কশ হয়ে গেছে আজকাল। একদিন জ্যাকসন সায়েব নাকি বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, "The court orders you to plead slowly—the court has ears." মধু তৎক্ষণাৎ বলে বসল—'But pretty too long, my Lord!' এ-রকম করলে ওর কতদিন চলবে? আমি ওকে মানা করছি অনেকবার—শোনে না কিছুতে, ও বলে—Michael can never brook anybody's bullying! জ্যাকসনের সঙ্গে ওর আদায় কাঁচকলায়। ওর হাইকোর্টে ঢোকার সময় ওই জ্যাকসনই ত বাগড়া দিয়েছিল! অনেক সুপারিশ অনেক testimonial জোগাড় করে তবে ও Bar-এ join করতে পায়। একটু মানিয়ে চলা ত উচিত—মধু কিন্তু তা কিছুতে করবে না।

ভূদেব। অনেক দিন দেখি নি তাকে—চল একদিন দেখা করে আসি।

ভোলানাথ। বেশ ত চল না—সে ত ওই চায়! বন্ধুবান্ধব—বিশেষত সাহিত্যরসিক কেউ গেলে ও মক্কেল-টক্কেল ফেলে তাদেরই সঙ্গে আড্ডা দিতে সুরু করে দেবে।

ভূদেব। চেহারা কেমন হয়েছে আজকাল?

ভোলানাথ। সে চেহারা আর নেই। বেশ মোটা হয়েছে—ভুঁড়ি হয়েছে—খুব গোঁফ, দু'দিকে দাড়ী। সে মধু আর নেই। ওর মেয়ে শর্ম্মিষ্ঠারই তো বয়স হল—

ভূদেব। মেয়ের নাম শর্ম্মিষ্ঠা রেখেছে না কি ?

ভোলানাথ। ছেলের নাম—Michael Milton Dutt—ডাকনাম মেঘনাদ! আর ছোট ছেলের নাম—Albert Napoleon Dutt! বল কেন সবই অদ্ভুত ওর।

নেপথ্যে। ভোলানাথ বাড়ী আছো হে!

মধুসূদন আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ব্যারিস্টার মধুসূদন দত্ত! পুরো সাহেবি পোষাক—হস্তে জ্বলন্ত সিগারেট।

মধু। Hallo—is it ভূদেব? You have changed a lot and so have I. Very glad to see you!

তাহার সহিত শেক হ্যাণ্ড করিলেন।

তারপর ভোলানাথ, ক'দিন ছুটি তোমার? ছুটিতে এসেছ শুনে এলাম। I did not expect our illustrious Bhudeb here.

ভূদেব। আমারও ছুটি এখন। তবে আজই আমি চুঁচড়ায় ফিরব।

ভোলানাথ। হঠাৎ তুমি আর্য্যপল্লী ছেড়ে অনার্য্য-পল্লীতে এসে হাজির হলে যে!

ভূদেব। আর্য্যপল্লী মানে?

ভোলানাথ। মানে মধুকেই জিগ্যেস কর! একদিন ওকে ওর কোন এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করেছিল—কোন্ পাড়ায় আছো হে? মধু উত্তর দিয়েছিল—বামুনপাড়ায়! গ্রামের মধ্যে সেরা পাড়াটা যেমন বামুনপাড়া, তেমনি কলকাতার বামুনপাড়া হচ্ছে সায়েবপাড়া—